প্রথম আলো
11 SEP 2025

ব্যবসায়ীদের অভিযোগ শুনল এনবিআর, সমাধানের আশ্বাস

মিট দ্য বিজনেস অনুষ্ঠান

গতকাল বুধবার এনবিআরের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সামনে প্রথমবারের মতো অভিযোগগুলো জানিয়েছেন তাঁরা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মাঠপর্যায়ের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কর্মকর্তাদের অদক্ষতা, হয়রানি ও অনিয়মের কারণে ব্যবসায়ীদের নিয়মিত সমস্যায় পড়তে হয়। কারও অভিযোগ টার্নওভার করহার বৃদ্ধি নিয়ে। কেউ আবার ভুয়া মামলা নিয়ে নিজেদের ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন। এ ছাড়া বন্দরে পণ্য খালাসে দীর্ঘসূত্রতা ও সার্ভার সমস্যা নিয়েও নানা অভিযোগের কথা বলেছেন বেশ কয়েকজন।

গতকাল বুধবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এনবিআর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'মিট দ্য বিজনেস' অনুষ্ঠানে এসব অভিযোগ জানান ব্যবসায়ীরা। মূলত ব্যবসা করতে গিয়ে ব্যবসায়ীরা শুল্ক-কর ও কাস্টমস-সংক্রান্ত কী ধরনের সমস্যায় পড়েন, তা শুনতেই এ বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে এসব অভিযোগ জানালেও এবার ব্যবসায়ীরা এনবিআরের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সামনে প্রথমবারের মতো সরাসরি তাঁদের অভিযোগগুলো জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এনবিআরের চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান। তিনি ব্যবসায়ীদের অভিযোগের জবাবে এসব সমস্যার কথা স্বীকার করেন এবং প্রয়োজনীয় নিয়ম পরিবর্তনের আশ্বাস দেন।

শীর্ষ ব্যবসায়ী ও বাণিজ্য সংগঠনের প্রতিনিধিরা সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা অগ্রিম আয়কর সমন্বয় না হওয়া, ছোট ব্যবসার জন্য উচ্চ টার্নওভার করহার ও আমদানি-রপ্তানির সময় কাস্টমস ও বন্দর কর্তৃপক্ষের হয়রানিসহ বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। তবে সাম্প্রতিক সময়ে ব্যবসা সহজ করার জন্য এনবিআরের নেওয়া কিছু উদ্যোগের প্রশংসাও করেন তাঁরা।

সভার শুরুর দিকে জেনিস সুজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাসির খান ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'চামড়াশিল্পকে বনসাই গাছের মতো ছোট করে রাখা হয়েছে। ফলে এটি বড় হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না। টার্নওভার করের হার বৃদ্ধি আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে, এমনকি আমরা লাভ না করলেও।'

নাসির খান আরও বলেন, 'আমরা ভুয়া মামলার মুখোমুখি হই। বহু বছর আদালতে লড়াইয়ের পর আমরা অবশেষে মুক্তি পাই। কিন্তু যে কর্মকর্তাদের কারণে এটি হয়, তাঁদের কোনো জবাবদিহি বা শাস্তি হয় না।' এনবিআর চেয়ারম্যান জবাবে বলেন, মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের কর্মক্ষমতার হিসাব রাখার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যাতে জবাবদিহি নিশ্চিত হয়।

বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক প্রীতি চক্রবর্তী জানান, আগে আয়কর আইনে তিন বছরের মধ্যে সুদের অর্থ পরিশোধের সুবিধা ছিল। কিন্তু ২০২৩ অর্থবছরে সেই বিধান বাতিল করা হয়েছে।

বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির মহাসচিব ইমরান হাসান বলেন, 'ভ্যাট আদায়ের জন্য রেস্তোরাঁগুলোয় কিছু সময় পরপর একেক ধরনের নিয়ম পরীক্ষা করা হয়। এত পরীক্ষা চালালে আমরা মারা যাব।' এ বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

এ সময় এনবিআর চেয়ারম্যানের উদ্দেশে ইমরান হাসান আরও বলেন, 'আপনার (এনবিআর) লোক চাঁদাবাজি করে। যে পরিমাণ কর-ভ্যাট আদায় হওয়ার কথা, তার মাত্র ২০ শতাংশ যায় সরকারি কোষাগারে। বাকি অর্থ এনবিআরের কর্মকর্তারা ও কিছু ব্যবসায়ীরা যোগসাজশে দুর্নীতি করেন।'

যশোর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি মিজানুর রহমান বলেন, 'বেনাপোল বন্দরে অনেক পচনশীল পণ্য আসে। দেখা গেল বৃহস্পতিবার তিনটার দিকে এ পণ্য এল। এখন কর্মকর্তার অনুমোদন প্রয়োজন। কিন্তু ওই কর্মকর্তা তিনটার সময় চলে গেলেন ব্যাডমিন্টন খেলতে। ফলে রোববার সেই কাজ করতে হয়। এমন অনেক কারণে আমাদের পণ্য নষ্ট হয়।'

এনবিআর চেয়ারম্যান যা বললেন

এসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এনবিআরের চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান বলেন, 'এনবিআর কর্মকর্তাদের দায়িত্বহীনতার কারণে আপনারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে অভিযোগ দেন। আমরা ব্যবস্থা নেব। কিছু দৃষ্টান্ত তৈরি হলে এ ধরনের কাজ কমে আসবে।'

আবদুর রহমান খান আরও বলেন, 'মাঠপর্যায়ে অনেক কর্মকর্তা আমাদের নির্দেশও ঠিকভাবে মানেন না। এটি নিয়ে আপনাদেরও (ব্যবসায়ী) সোচ্চার হতে হবে। আপনারা আইন সম্পর্কে জানবেন। এটি নিয়ে তাঁদের বলবেন। আইনের ব্যত্যয় করলে সরাসরি অভিযোগ দেবেন। আমরা ব্যবস্থা নেব।' এ জন্য ব্যবসায়ীদের প্রতি এনবিআরের নির্দিষ্ট অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের আহ্বান জানান তিনি।

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) একটি ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে এনবিআর চেয়ারম্যান জানান, এইচএস কোডের অসংগতির কারণে এক রপ্তানিকারক বন্ডেড পণ্য ছাড়তে সমস্যায় পড়েছিলেন। তিনি বলেন, 'আমরা নির্দেশ দিয়েছি ভুল থাকলেও পণ্য ছেড়ে দিতে। পরে তদন্তের মাধ্যমে বিষয়টি সমাধান করা হবে।'

এনবিআর চেয়ারম্যান জানান, 'ব্যবসার দৈনন্দিন কার্যক্রম সহজ করার জন্য আমাদের কিছু নিয়ম সংশোধন করতে হবে। নতুন প্রজন্ম আশা করে কেউ বৈষম্যের শিকার হবে না। ব্যবসায়ীরা তাঁদের কষ্টার্জিত আয়ের একটি অংশ কর হিসেবে দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা মনে করেন, এর বিনিময়ে যথাযথ সেবা বা সুবিধা পাচ্ছেন না।'

করদাতাদের সুবিধা দিতে এনবিআর বাণিজ্যিক ব্যাংকের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে বলে জানান এনবিআর চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, তবে এর অর্থ এই নয় যে এনবিআর করদাতাদের ব্যাংক হিসাব তদারকি করবে; বরং কর প্রদানের প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

আবদুর রহমান খান বলেন, এনবিআর সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে নন-বন্ডেড রপ্তানিকারকেরা ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে কাঁচামাল ছাড় করতে পারবেন। একই সঙ্গে হিমায়িত মাছ রপ্তানিকারকদের বন্ড-সুবিধার আওতায় আনার সম্ভাবনা রয়েছে। বন্ড প্রক্রিয়ার স্বয়ংক্রিয়করণ করা হবে, যাতে প্রতিবছর অডিটের সংখ্যা কমানো যায়।

বণিক বার্তা
11 SEP 2025

এনবিআর চেয়ারম্যান

বন্ড লাইসেন্সবিহীন রফতানিকারকরা শুল্কমুক্ত কাঁচামাল আমদানির সুযোগ পাবেন

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বন্ড লাইসেন্সবিহীন রফতানিকারকদের জন্য শুল্কমুক্ত কাঁচামাল আমদানির সুযোগ চালুর উদ্যোগ নিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এরই মধ্যে এ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এনবিআর কার্যালয়ে গতকাল অনুষ্ঠিত এক সভায় সংস্থাটির চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান এ কথা বলেন। মাঠ পর্যায়ে ব্যবসায়ীদের সমস্যা সম্পর্কে মতামত জানার জন্য 'মিট দ্য বিজনেস' শীর্ষক এ সভাটি প্রথমবারের মতো আয়োজন করা হয়। এখন থেকে প্রতি মাসের দ্বিতীয় বুধবার এ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, 'যেসব রফতানিকারকের বন্ড লাইসেন্স নেই তারাও এখন থেকে শুল্ক ছাড়াই কাঁচামাল আমদানি করতে পারবেন। তবে এজন্য তাদের ব্যাংক থেকে একটি গ্যারান্টি নিতে হবে যে আমদানি করা এসব কাঁচামাল পরবর্তী সময়ে রফতানি করা হবে। তবে এগুলো স্থানীয় বাজারে বিক্রি কিংবা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা যাবে না।'

তিনি আরো বলেন, 'এ নীতিমালা এরই মধ্যে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ের আইন বিভাগে পাঠানো হয়েছে। আশা করছি আগামী সপ্তাহেই এটি চূড়ান্ত অনুমোদন পাবে।'

বর্তমান বন্ড ব্যবস্থায় রফতানিমুখী প্রতিষ্ঠানগুলো শুল্কমুক্ত কাঁচামাল ও উপকরণ আমদানি করতে পারে। এসব কাঁচামাল বন্ডেড গুদামে সংরক্ষণ ও রফতানির জন্য প্রস্তুতকৃত পণ্যে ব্যবহার করা হয়। তবে কোনো বন্ডধারী প্রতিষ্ঠান এসব আমদানীকৃত কাঁচামাল রফতানি না করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করলে তখন তাদের বিপুল পরিমাণ আমদানি শুল্ক পরিশোধ করতে হয়।

আবদুর রহমান খান বলেন, 'আগামী বছর থেকেই করপোরেট করদাতাদের কর পরিশোধ ব্যবস্থা অনলাইনে চলে যাবে। একই সঙ্গে বন্ড নিরীক্ষা কার্যক্রমও শুরু করা হবে। এ লক্ষ্যে এনবিআর নিরলসভাবে কাজ করছে।'

দেশে অতিরিক্ত কর অব্যাহতি সংস্কৃতির সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'নীতিগতভাবে জরুরি না হলে ভবিষ্যতে কোনো কর অব্যাহতি দেয়া হবে না।'

এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, 'এনবিআরের কর অব্যাহতি দেয়ার ক্ষমতা বাতিল করা হয়েছে, এখন কেবল সংসদই যেকোনো কর অব্যাহতি অনুমোদন করতে পারবে।' তিনি ধীরে ধীরে কর অব্যাহতির সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

আবদুর রহমান খান বলেন, 'করদাতারা যদি দেখেন যে তাদের কর দেশের কল্যাণমূলক অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচিতে ব্যয় হচ্ছে, তাহলে তারা সঠিকভাবে কর দিতে উৎসাহিত হবেন।' তিনি করদাতাদের অযথা হয়রানি করলে এনবিআর কর্মকর্তাদের শাস্তির ওপরও জোর দেন।

তথ্য কেন্দ্র ★ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ★ ঢাকা।

বণিক বার্তা

11 SEP 2025

২০২০-২৪ সাল পর্যন্ত ইইউর পোশাক আমদানি

প্রবৃদ্ধিতে কম্বোডিয়া পাকিস্তানের চেয়ে পিছিয়ে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

অর্থমূল্য বিবেচনায় ২০২০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ পাঁচ বছরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর পোশাক আমদানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৪ দশমিক ৯২ শতাংশ। এ বাজারে চীনের পর দ্বিতীয় বৃহৎ পোশাক সরবরাহকারী হলো বাংলাদেশ। তবে পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ পাঁচ বছরে ইইউর পোশাক আমদানির প্রবৃদ্ধিতে কম্বোডিয়া ও পাকিস্তানের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ।

ইইউর পরিসংখ্যান দপ্তর ইউরোস্ট্যাটের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২০ সালে বিশ্ববাজার থেকে ইইউ অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো পোশাক আমদানির অর্থমূল্য ছিল ৬ হাজার ৮৪৮ কোটি ৫৩ লাখ ৩০ হাজার ইউরো। ২০২৪ সালে এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৮ হাজার ৫৫৫ কোটি ১৭ লাখ ৩০ হাজার ইউরোয়। এ হিসাবে পাঁচ বছরে আমদানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৪ দশমিক ৯২ শতাংশ।

পোশাক আমদানিতে ইউরোপের প্রধান উৎসগুলোর মধ্যে প্রথম থেকে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে চীন, বাংলাদেশ ও তুরস্ক। ২০২৪ সালেও এ তিন দেশ ইইউর মোট পোশাক আমদানির ৬০ দশমিক ৩৭ শতাংশ সরবরাহ করেছে। এ পাঁচ বছরে পোশাক আমদানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে চীন থেকে ১৬ দশমিক ৯৮ শতাংশ ও বাংলাদেশ থেকে ৪৮ দশমিক ৩৪ শতাংশ। এছাড়া তুরস্ক থেকে হয়েছে ১৫ দশমিক ৯৪ শতাংশ।

ইইউর পোশাক আমদানির প্রধান ১০ উৎসের মধ্যে চতুর্থ থেকে দশম অবস্থানে থাকা দেশগুলো হলো ভারত, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, পাকিস্তান, মরক্কো, শ্রীলংকা ও ইন্দোনেশিয়া। আলোচ্য পাঁচ বছরে এ দেশগুলো থেকে ইইউর পোশাক আমদানির প্রবৃদ্ধি ভারত থেকে হয়েছে ৪১ দশমিক ৭৭ ও ভিয়েতনাম থেকে ৪৪ দশমিক ৫৪ শতাংশ। এছাড়া কম্বোডিয়া থেকে পোশাক আমদানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫৯ দশমিক ৭৭ শতাংশ। অর্থাৎ এ পাঁচ বছরে বাংলাদেশ থেকে ইইউর পোশাক আমদানির প্রবৃদ্ধি কম্বোডিয়া ও পাকিস্তানের চেয়েও অনেক কম।

ইউরোস্ট্যাটের তথ্য অনুযায়ী, মরক্কো, শ্রীলংকা ও ইন্দোনেশিয়া থেকে ইইউর পোশাক আমদানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ৩৭ দশমিক ৭০ শতাংশ, ২২ দশমিক ৮১ এবং ২ দশমিক ২২ শতাংশ। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে চীন থেকে ইইউর পোশাক আমদানির অর্থমূল্য ছিল ২ হাজার ৪০৬ কোটি ১৯ লাখ ২০ হাজার ইউরো। অন্যদিকে বাংলাদেশ থেকে ১ হাজার ৮২৭ কোটি ৯৫ লাখ ৩০ হাজার ইউরোর পোশাক।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ) সাবেক পরিচালক ও বাংলাদেশ অ্যাপারেল এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বণিক বার্তা বলেন, '২০২০ সালের পর থেকে বাংলাদেশ আবারো উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। গত চার বছরে দেশটির পোশাক রফতানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪৮ দশমিক ৩৪ শতাংশ, যা ইইউভুক্ত দেশগুলোর সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি হার ২৪ দশমিক ৯২ শতাংশের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি।'

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express

11 SEP 2025

Businesses censure NBR field officials for harassment, inefficiencies

FE REPORT

GRIEVANCES AIRED OVER NON-ADJUSTMENT OF AT, TURNOVER-TAX LOAD ON SMALL BUSINESSES

NEW TRADE-PROMOTION PERKS

- Non-bonded exporters can now release raw materials with bank guarantees.
- Frozen-fish exporters likely to get bond facilities.
- Bond automation being introduced to reduce frequency of annual audits
- NBR won't monitor bank-account details but streamline processes for tax compliance

Businesses Wednesday were highly critical of the field-level revenue officials for alleged harassments, irregularities and inefficiencies that ultimately do disservice to the economy of Bangladesh, prompting instant response on remedies.

At a meeting with the National Board of Revenue (NBR) at its headquarters, business leaders and trade-body representatives also voiced concerns about the non-adjustment of advance tax (AT) and the existing high rate of turnover tax for small businesses.

They, however, had a word of praise for the NBR for its recent reform initiatives aimed at improving the ease-of-doing-business ambiance.

Chairman of the NBR Abdur Rahman Khan acknowledged the resentments of the businesses and laid importance on brining about regulatory reforms.

"We must amend certain rules to make day-to-day business operations easier," he told his business audience, with reference to the aspirations behind the regime change in the country.

"The new generation hopes that no one will face discrimination. Businesses pay a portion of their hard-earned income (as tax), but they often feel they are not receiving proper services or benefits in return," said the new revenue chief, who came to the helm after the changeover.

The NBR chairman sought the board authorities' greater collaboration with commercial banks to facilitate taxpayers. He clarifies that such collaboration does not mean the NBR will monitor individual bank-account details but will instead streamline processes for tax compliance.

The NBR will allow non-bonded exporters to release raw materials under bank guarantees. Frozen-fish exporters are also likely to be brought under bond facilities. Bond automation will be introduced to reduce the frequency of annual audits.

Corporate tax-return submission will move online later this year, while income-tax practitioners will gain access to submit clients' tax returns online from next week.

The NBR also introduced the Grievance Redress System (GRS) to address taxpayer complaints and urged businesses to use the platform.

Referring to a recent case highlighted by the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), the NBR chairman said a mismatch in HS codes had caused difficulty to an exporter in releasing bonded goods.

"We have issued a directive to release goods despite such errors. These issues will be resolved later through investigation," he explains. The latest measures meant for accelerating trade, he said.

The board chairman also urges businesses to cast off the mindset of operating solely to obtain tax exemptions. "For any tax exemption, we must evaluate the benefits for the country and its people, not just for individuals," he asserted, emphasizing that VAT was initially designed as a reasonable and non-discriminatory tax measure.

Nasir Khan, Managing Director of Jane's Footwear Ltd, criticized the treatment the leather sector receives from authorities, saying that it had been "kept as a bonsai tree," without opportunities for growth.

Renata expands global footprint with first export to Canada

STOCKS – BANGLADESH

TBS REPORT

Renata PLC, one of Bangladesh's leading pharmaceutical companies, has taken another significant step in its international journey by entering the Canadian market for the first time.

The company announced yesterday that it has launched its first product in Canada under the brand name Desolon, in collaboration with Ambicare Pharmaceuticals Inc, a top drug maker in the North American country.

The product was commercialised following Health Canada's regulatory approval, which Renata secured in 2023, marking a major breakthrough in the company's export expansion strategy.

The announcement came through a price-sensitive disclosure filed with the Dhaka Stock Exchange (DSE), though the news did little to lift investor sentiment as Renata's share price edged down 0.68% to close at Tk496 on the day.

Entering the stringently regulated Canadian market through this partnership marks a historic milestone for Renata, the company said in a press release. Building on its proven expertise in navigating other stringent regulatory markets, the company aims to replicate its past successes by expanding its product portfolio in this new territory.

With the Canadian entry, Renata has now extended its presence to 57 countries, strengthening its position as one of Bangladesh's most internationally diversified drug makers.

The company already holds approvals from some of the world's most stringent regulatory authorities, including the UK's Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (UK-MHRA), the US Food and Drug Administration (US-FDA), Australia's Therapeutic Goods Administration (TGA), Brazil's ANVISA, and the World Health Organization's Prequalification Programme (WHO-PQ).

In addition to these, it operates two international subsidiaries – Renata (UK) Limited and Renata Pharmaceuticals (Ireland) Limited – focused on serving key Western markets.

Since 2020, the company has achieved several milestones, successfully penetrating the US, UK, Australia, and EU markets.

Earlier, in July 2025, Renata earned the prestigious European Union Good Manufacturing Practice (EU GMP) certification for its Rajendrapur General Facility. This state-of-the-art plant is equipped with modern production lines to manufacture oral solid dosage products, including capsules, tablets, and soft gel capsules.

The certification was described as a "key milestone" in Renata's global expansion strategy, reinforcing its ability to comply with the highest international manufacturing standards, said the company in a press release.

Renata said the Rajendrapur facility exemplifies its focus on technical sophistication and operational excellence, allowing it to serve both domestic and international markets effectively. "With this latest certification, Renata continues to demonstrate its commitment to global quality standards," the company said in a statement, adding that its diverse manufacturing capabilities position it well for sustained growth abroad.

Exports have already been playing an increasingly important role in Renata's financial performance. In the first nine months of the current fiscal year (July–March FY25), the company earned Tk199 crore in export revenue, representing a 22.5% increase compared to the same period last year.

In FY24, exports rose by 4% year-on-year to Tk191 crore. The strong momentum reflects Renata's growing acceptance in global markets and the widening demand for its products.

Despite the export gains and a solid overall revenue performance, profitability has come under pressure. Renata reported a 13.2% year-on-year revenue growth in the first nine months of FY25, driven primarily by higher sales volumes in its pharmaceuticals segment, which grew by 15.5%. However, revenue from animal health products dropped by 19.6%, while contract manufacturing declined by 31.9%.

Net profit for the period fell sharply by 30.5% to Tk183.9 crore, down from Tk263.2 crore in the same period a year earlier.

The decline was attributed largely to a surge in financing costs, which jumped 56% to Tk124.82 crore. The company explained in its financial commentary that profit was squeezed by both higher interest rates and additional debt taken on to support its ongoing expansion projects.

Renata has been investing heavily to expand its production capacity and strengthen its infrastructure. During the current fiscal year, the company has spent around Tk300 crore on capital expenditure projects, including the Kashor FG & RM Robotic Warehouse, the Hobirbari Potent Product Facility, the Rajendrapur R&D Lab, and the extension of its Oncology Solid Facility.

Management expects these projects to be completed later this year, providing a substantial boost to capacity and supporting future sales growth.

Jubayer Alam, company secretary of Renata, told TBS, "Renata is exporting products to new countries with the aim of expanding its position in the global market. This will also increase the presence of Bangladeshi medicines in international markets."

Regarding exports to the Canadian market, he said, "Canada's market is quite large. We are just beginning, but there are opportunities for further expansion in the future. For exporting to Canada, we have signed an agreement with Ambicare Pharmaceuticals Inc, and shipments have already been sent."

Ambicare Pharmaceuticals Inc is a major distributor of generic medicines. Jubayer Alam believes that with their partnership, exports to Canada will grow further in the coming days.

Renata starts export to Canada

EXPORT TO CANADA

- Renata launches first drug under brand name Desolon
- The drug commercialised through strategic partnership with Ambicare Pharmaceuticals
- Ambicare Pharmaceuticals is one of top drug makers in Canada
- In 2023, Renata secured Health Canada approval to enter its market

OTHER EXPORT DESTINATIONS

- Currently, Renata exports drugs to 57 countries
- It secures regulatory approval from US, UK, EU and Australia
- It has two subsidiaries for exporting drugs: Renata (UK) Limited; Renata Pharmaceuticals (Ireland) Limited

EARNINGS FROM EXPORT

- Renata earns **Tk199cr** in Jul-Mar of FY25
- **22.5%** rises from the previous year at the same time
- In FY24, the export value rises by 4% to **Tk191cr**

The Business S
11 SEP